



সারাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 'একুশ' পালিত

জনপদ ডেস্ক : যথাযোগ্য মর্যাদায় এ বছর সারা দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 'মহান একুশে ফেব্রুয়ারি' পালিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদনঃ

বরিশাল : একুশে প্রথম প্রহর থেকে শুরু হওয়া পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, প্রভাত ফেরি ও আলোচনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও তাদের অঙ্গসংগঠনসমূহ, বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি, প্রেসক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন, আইনজীবী সমিতি, শিক্ষক সমিতির মতো পেশাজীবী সংগঠন, ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, বামফ্রন্ট, ইসলামিয়া কলেজ, সিটি কলেজ, বিএম কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শতাধিক সংগঠন অংশ নেয়।

শিল্পকলা ও শিশু একাডেমি আয়োজন করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার। তানসেন, উদীচী, গণ শিল্পীসংস্থা পরিবেশন করে ভাষার গান ও গণসঙ্গীত। বরিশাল নাটক, খেয়ালী, কীর্তন খোলার শব্দাবলী, চতুরঙ্গ, সুরলহরী, শহীদ আলতাফ মাহমুদ সঙ্গীত বিদ্যালয়, প্রান্তিক, প্রজন্ম, ব্রজমোহন থিয়েটার, খেলাঘর, নতুন মুখ, বরিশাল থিয়েটার নাটক প্রভৃতি সংগঠনের অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণসহ শহরের বিভিন্ন এলাকা। চারুকলা বিদ্যালয় সড়ক ও শহীদ মিনার সংলগ্ন দেয়াল চিত্রিত করে দুশোভন রঙিন আল্লায়। অন্যবারের তুলনায় এবারের একুশ উদযাপনে বরিশালে প্রাণচঞ্চল ছিল অনেক বেশি।

এছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শুরু করা ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় প্রতিদিন আলোচনা সভা, আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত, গীতি আলোচ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেছেন বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা।

শেরপুর : একুশের চেতনায় রুখতে হবে মৌলবাদ এই শিরোনামে শেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মী সংগঠক, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা-সন্তান, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সমাজসেবী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির সমন্বয়ে ২০ জনকে নিয়ে গঠিত উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে ৩ দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রভাত ফেরি শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পোষ্টার প্রদর্শনী, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আজকের রাজনীতি 'ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপরও ছিল প্রতিহায্য বাইল গানের আসর।

মৌলভীবাজার : একুশের প্রথম প্রহরেই লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে মৌলভীবাজারের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ। এ সময় মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পৌরসভা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রশাসন, প্রেসক্লাব, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিপিবি, জাসদ, শিল্পকলা একাডেমি, ছাত্রলীগ, শাহমোস্তফা কলেজ, মঞ্জুরী জেলা নাট্য পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। এছাড়া আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন, যুব ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, উদীচী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএসএসহ অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে।

ফরিদপুর : একুশের প্রথম প্রহরে জেলা প্রশাসক আশফাক হামিদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান এবং পৌর চেয়ারম্যান হাসিবুল হাসান লাবল শহরের অধিকাংশ ময়দানস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিপিবি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অঙ্গসংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফরিদপুর প্রেসক্লাব, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা, '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি রাতেই পুষ্পমালা প্রদান করে। আজানের পর প্রভাত ফেরি জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ করা হয়। সকল মসজিদে মোনাজাত, কুরআনখানি, মন্দিরে ও গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা হয়। শিশু একাডেমি আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ এবং শিল্পকলা একাডেমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

খেলাঘর আয়োজন করে আলোচনা সভা ও শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায়। এভাবে 'মহান একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভা করে বিকালে নিজ কার্যালয়ে। বিকাল ৫টায় স্বাধীনতা মঞ্চে ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার আলোচনা সভা শেষে একই মঞ্চে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠানমালায় একুশের নাটক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে জোটভুক্ত সংগঠনগুলো। রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদ রুকুস, উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ফরিদপুর প্রেসক্লাবসহ অন্য সংগঠনগুলোও গ্রহণ করে নানা কর্মসূচি।

মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখা শহরের গুলশানপুরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভানেত্রী আরজু করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন কল্পনা কাপড়িয়া, শিপ্রায়, নাহিদা খাতুন, খাদিজা বেগম মনি, জেসমিন কবির, হাসনা জাহান প্রমুখ।

সিলেট : সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ, জেলা বিএনপি, ১১ দল, কেন্দ্রীয় মুসলি সাহিত্য সংসদ, মর্মিতা, সিলেট প্রেসক্লাব, জয় বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গু সভা ভোয়ের কাগজ পাঠক ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, বাসদ, বাস্তবহারা ভূমিহীন কল্যাণ পরিষদ নজরুল একাডেমি উদীচী চারণ, সিলেট ছাত্র যুব একা, নতাসন সিলেট, বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা, খেলাঘর, সিলেট চেম্বার অব কমার্স, বৃক্ষছায়া শাপলা কোচিং সেন্টার, মধ্যনগর থানা এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি পালিত হয়।

রাজশাহী : দিবসটি পালন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ জেলা ও মহানগর শাখা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, একুশ উদযাপন পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিটি করপোরেশন, রা. বি. মহিলা ক্লাব, মাদার ববশ গাইছা অর্থনীতি কলেজ রাজশাহী কলেজ, বিএনপি, রাজশাহী জেলা ও মহানগর শাখা, যুব ইউনিয়ন, এ্যাপটে রাজশাহী শাখা, জাতীয় মহিলা সংস্থা রাজশাহী জেলা শাখা, সঙ্গীত শিক্ষণ ভবন, মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাজশাহী প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল, রাজশাহী জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দল দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে।

দিনাজপুর : ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর থেকে সকাল পর্যন্ত ৩ শতাধিক সংগঠন প্রতিষ্ঠান এক হাজার মানুষ দিনাজপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। সরকারি কলেজ ও বালুবাড়ি শহীদ মিনারও শ্রদ্ধার্থী নিবেদন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জাতীয় পার্টির উভয় অংশ, জাসদ, সিপিবি ওয়ার্কাস পার্টি, গণফোরাম, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র দল, ছাত্র মৈত্রী, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, জাতীয় মহিলা সংস্থা, প্রভাব, প্রেসক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন, বিএমএ, মেডিক্যাল কলেজ, সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ উদীচী, নবরূপী, দিনাজপুর নাট্য সমিতি, দিনাজপুর পৌরসভা, আইনজীবী সমিতি আয়কর আইনজীবী সমিতি, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, মহিলা পরিষদ, হরিণ সংঘ, কেবিএম কলেজ, আদর্শ কলেজ, সঙ্গীত কলেজ, জিলা স্কুল, নাচে এসোসিয়েশন, সরকারি ড্রাইভার সমিতিসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, এনজিও ও জেশাজীবী সংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

পূর্বধলা : দিবসটি পালন উপলক্ষে পূর্বধলা উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ মহিলা লীগ, ওলামা লীগ, ছাত্র লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পৃথক পৃথক কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, কালা ব্যাজ ধারণ, শোকর্যালি, আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত।

পূর্বধলা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু ছিদ্দিক আহমদ ও সহ-সভাপতি ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল (বীর প্রতীক)-এর নেতৃত্বে পূর্বধলায় প্রায় ১০ সহস্রাধিক লোকের এক বিশাল র্যালি বের হয়। পরে থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মতলব : ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সূর্যোদয়ে সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, সকাল ৮টায় শহীদ মিনার থেকে র্যালি, সকা ১০টায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরা কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এছাড়া ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫ দিনব্যাপি থেকে নাট্যোচ্চ শুরু হয় কচিকাঁচা প্রাঙ্গণে।

চাঁদপুর : চাঁদপুর সরকারি কলেজ শহীদ মিনারে সর্বপ্রথম বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক মোঃ রেজাউল করিম। এরপর পুলিশ সুপার মোঃ আমির উদ্দী পরপরই জেলা আওয়ামী লীগ, চাঁদপুর প্রেসক্লাব, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, গণফোরাম বাসদ সিপিবি, উদীচী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক ও কৃষক লীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্র সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ দৈনিক চাঁদ দর্পণ, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠসহ জেলা আইনজীবী সমিতি এবং শহরের বিভিন্ন সামানি সাংস্কৃতিক-সংগঠন পুষ্প স্তবক অর্পণ করে।

ময়মনসিংহ : জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দিবসটির শুভ সূচনা করেন। এরপর একে একে জেলা পরিষদ, আওয়ামী লীগ তার অংশ সংগঠন, বিএনপি ও তার অংশ সংগঠন, জাসদ, কমিউনিষ্ট পার্টি, বা প্রেসক্লাব, আনন্দ মোহন কলেজ, বিএমএ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক নারী মানবাধিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভাব ফেরিতে এসে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।